“তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম কে এবং সবচাইতে নিকৃষ্ট কে তা কি আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না?”

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থাকা কয়েকজন লোকের পাশে এসে দাড়িয়ে বললেন: “তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম কে এবং সবচাইতে নিকৃষ্ট কে তা কি আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না?” বর্ণনাকারী বলেন, সকলেই চুপ করে রইল। তারপর তিনি ঐ কথা তিনবার জিজ্ঞেস করেন। তারপর এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে জানিয়ে দিন
যে, আমাদের মধ্যে কে সর্বাধিক উত্তম এবং কে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। তিনি বললেনঃ “সেই লোক তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম যার নিকট কল্যাণ কামনা করা যায় এবং যার ক্ষতি হতে
মুক্ত থাকা যায়। আর সেই লোক তোমাদের মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট যার নিকট কল্যাণের আশা করা যায় না এবং যার ক্ষতি হতেও নিরাপদ থাকা যায় না”। [সহীহ] [এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কয়েকজন বসে থাকা সাহাবীর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাদের শিক্ষা দেব না এবং তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম এবং কে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তা উল্লেখ করব না? তারা কোন কথা বলল না বা কোন উত্তর দিল না, তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ পৃথক হওয়ার ভয় করলেন এবং অপমানিত হওয়ার আশঙ্কায় চুপ থাকলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে তিনবার প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন তাদের একজন উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কে উত্তম আর কে নিকৃষ্ট — আমাদের তা জানিয়ে দিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যার কাছ থেকে ভালোর আশা করা হয়, কল্যাণ, দয়া ও উপকারের প্রত্যাশা করা হয় এবং যার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়—অর্থাৎ তার জুলুম, কুপ্রবৃত্তি ও অসদাচরণের কোনো ভয় থাকে না। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার কাছ থেকে কোনো ভালো আশা করা যায় না, দয়া বা কল্যাণের প্রত্যাশা করা যায় না, বরং যার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায় না—তার জুলুম, কুপ্রবৃত্তি ও অন্যায় আচরণের ভয় থেকেই যায়।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/66254